R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫/১০ 12
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে আষাঢ় ১৪২১ ৯ই জুলাই, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ভর্তি নিয়ে জঙ্গিপুর কলেজে অশান্তির জন্য কর্তৃপক্ষই দায়ী–অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ২৯ জুন ছিল কাউন্সিলিং-এর দিন। কলেজ কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে আগেভাগেই জানিয়ে দেয় বেলা ১১টার পর গেট বন্ধ হয়ে গেলে কোন প্রার্থীকে ঢুকতে দেয়া হবে না। কিন্তু বেলা ১০.৫৫ থেকে ১১-১৫-র মধ্যে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিশাল জ্যাম কাটিয়ে কলেজে পৌছান। ১১-০০ টায় গেট যথারীতি বন্ধ হয়ে যায়। বহু অভিভাবক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করেন। ওখানে মোতায়েন থাকে বিশাল পুলিশবাহিনী। দেরীতে আসা ছাত্রছাত্রীরা ভিতরে ঢোকার জন্য বার বার আবেদন জানান। তৃণমূল ছাত্রসংগঠন এবং ছাত্রপরিষদ থেকেও বার বার গেট খুলে দেয়ার জন্য আবেদন

(৪পাতায়)

ভাগীরথী ব্রীজের রক্ষণাবেক্ষণে আমলাদের মধ্যে কোন সতর্কতা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের ভাগীরথী ব্রীজের ওপর দিয়ে চলাচল করছে ভারী যানবাহন, আর ব্রীজের নিচে চলছে নানা ধরনের ব্যবসায়ীদের তানসেনি। গত দুর্গা পুজো ও ঈদের আগে ঐসব জবরদখলকারী ব্যবসায়ীদের ওখান থেকে উচ্ছেদ করে ব্রীজকে বিপদমুক্ত করার সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রশাসনিক তোড়জোড় দেখে ঐ সব ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক বাতাবরণে মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জানায়––সামনে দুই সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। এখন উচ্ছেদ না করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেয়া হোক। এরপর অনেক উৎসব চলে গেলেও

(৪পাতায়)

সুপারের মদতে মুমূর্ষু গর্ভবতীর ওপর নার্সদের হৃদয়হীন ব্যবহার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রক্ত শূন্য প্রথম সন্তান সম্ভবা সন্তোষী দাসকে (২৬) ২৯ জুন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিচারিকার শোচনীয় অবস্থা দেখে তদারকিতে হাসপাতালে যান আর.এস.পির প্রবীণ নেতা প্রদীপ নন্দী। দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিসিনের ডাঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য সিটিস্ক্যান করানোর পরামর্শ দেন। নিতান্ত গরীব। গাইনি দিয়ে গর্ভবর্তীর কোন চিকিৎসা আছে কিনা

(৪পাতায়)

টোলগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : হারিয়ে যাওয়া টোলগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে সম্প্রতি হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সদনে এক সভা হয়ে গেল। সেখানে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন জিয়াগঞ্জের অশোক ব্যানার্জী ও রঘুনাথগঞ্জের সোমনাথ চ্যাটার্জী। ২০০৮ থেকে সর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ বন্ধ। জেলার উল্লেখ্য, টোলগুলির মধ্যে-আছে রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার ভগবানচন্দ্র সংস্কৃত

(৩পাতায়)

তিনটি জেনারেটর সত্ত্বেও বাইরে থেকে ভাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে পূর্বতন প্রিন্সিপ্যাল আবু শুকরানা মণ্ডলের সময় উন্নত মানের জেনারেটর খরিদের জন্য কোলকাতার এক পার্টিকে মোটা টাকা এ্যাডভান্স করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় চলে গেলেও জেনারেটরের প্রসঙ্গে কোন হেলদোল ছিল না। বর্তমান গভঃ বডির তৎপরতায় নতুন জেনারেটর কলেজে পৌছেছে। আগের মুটো

(৪পাতায়)

স্বেচ্ছায় অবসর

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবশেষে ভি.আর.এস নিয়ে চলে গেলেন জঙ্গিপুর এস.বি.আই.এর চীফ ম্যানেজার পি.টি ভুটিয়া ৩০ জুন ২০১৪। জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চের এলোপাথারি কাজে পর্যুদস্ত হয়েই নাকি প্রায় ৪ বছর আগেই তিনি অবসর নিলেন বলে কর্মী মহলে গুঞ্জন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১২১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪২১

আমের ফলনে হতাশা

গ্রাম্য কবি একদিন বৎসরের ফলের কথা বলিতে যাইয়া গাহিয়াছিলেন 'জ্যৈষ্ঠ মাসে পেটটি ঠেসে খেয়ে বাঁচি আম।' বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলা বরাবরই আমের জন্য বিখ্যাত। নবাব, আমীর ওমরাহের দেশ এই মুর্শিদাবাদ তাঁহাদের সকল বিষয়ে বিলাসিতা গল্প কাহিনীর মত। ইঁহাদেরই রসনার বিলাস তৃপ্ত করিতে বিভিন্ন আম্র ফলের সৃষ্টি হয়। নামের কথা কত আর বলা যায়। রাণীপসন্দ, বেগম পসন্দ, আলফ্যান্সো, গোলাপ খাস, গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি প্রায় একশো দেড়শো জাতের আম এই জেলার বিস্তৃত আম্র কাননে উৎপন্ন হয়। এই ঋতুতে শুধু ধনীরাই নয়, গরীব মানুষও আম খাইয়া দিন যাপন করেন। কলমের গাছে উৎকৃষ্ট আম ছাড়াও গুটি হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও অপর্য্যাপ্ত ফল ফলিয়া গরীব মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুধার নিবৃত্তি করে এই আম। শুধু তাহাই নয়, এই জেলায় আমের ব্যবসায় বহু মানুষ যারা বৎসরের প্রয়োজনীয় অর্থ এই এক ঋতুতেই জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের মধ্যেই নিজ গৃহে তুলিয়া লইতে সক্ষম হন। সে কারণেই সকলে আমের ফলনের দিকে তাকাইয়া থাকেন। যাঁহাদের নিজস্ব বাগান, তাঁহারা বাগানের ফল জমা বন্দোবস্ত করিয়া অর্থ আহরণ করেন। পাকা ফল পাইকারী বিক্রয়ের দ্বারা বাগান ক্রেতারাও রোজগার করেন। তাঁহাদের কাছ হইতে আবার ফল ক্রয় করিয়া সাধারণ বিক্রেতারা হাটে বা গৃহে গৃহে পসরা লইয়া ভাল মুনাফা করেন। অর্থাৎ এই একই ফসলের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংসার যাত্রা নির্বাহিত হয় বেশ সুখেই। ফসলের অত্যধিক ফলনের ফলে স্বল্প মূল্যে এই ফল কিনিয়া সাধারণ গৃহস্থরাও এই দুই মাসে স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হন। কিন্তু এ বৎসর আম্রের ফলন ভালো না হওয়ায় সকল প্রকার মানুষেরই দুর্ভোগ বাড়িয়াছে। কেন এমন হইল ? মুর্শিদাবাদে আমের ফলনে এই স্বল্পতা সকলকে হতাশ করিয়াছে। এর কারণ এক রকম নহে, বহু রকম। প্রথমতঃ আমের নতুন বাগিচা আর সে রকম তৈয়ারী হইতেছে না। জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাগিচা নষ্ট করিয়া ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে। নতুন নতুন পল্লী গড়িয়া উঠিতেছে। যে কয়টি বাগিচা বা বাগান আছে তাহা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া নতুন বৃক্ষ রোপিত হইতেছে না। ফলে বাগিচার সংখ্যা, বৃক্ষের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার ফসল কম উৎপন্ন হইতেছে। তদুপরি এ বৎসরের আবহাওয়ায় খরা প্রবণতা ও অন্যান্য দৈব দুর্বিপাকে যে কয়টি বৃক্ষ আছে তাহাতেও ফলন স্বভাবতঃই কম হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের আম্র ব্যবসায়ীরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আবার আমের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন যাঁহারা তাঁহারাও বাজারে আমের অগ্নি-মূল্য ও আগমনের হ্রস্বতার ফলে হতাশ হইয়া দিন গুজরান করিতে বাধ্য হইতেছেন।

।। জঙ্গিপুরের পুরাকথা ।।

হরিলাল দাস

বঙ্গে গুপ্তযুগের পর এবং পালযুগের আগে পর্যন্ত মাঝের প্রায় দুই শতক ধরে স্থিতিশীলতার অভাব। হূর্ণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশ নড়বড়ে। তার মধ্যে ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে কীর্তিমান নরপতি শশাঙ্ক (৬০৬-০৭ থেকে ৬৩৭-৩৮ পর্যন্ত) সম্বন্ধে চীনা পরিব্রাজক কিছু তথ্য দিয়েছেন–যার মধ্যে সত্যের অপলাপ দেখেছেন পরবর্তী ইতিহাস গবেষকগণ। তবে শশাঙ্ক এখানে আলোচ্য এই কারণে যে তাঁর রাজ্যে কজঙ্গল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিষয় হচ্ছে রাজ্যাংশ।

কজঙ্গল প্রাচীন দেশ,বঙ্গের অংশ বিশেষ। দেশের তিন ভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ। কজঙ্গলের গ্রাম-জনপদ অংশই রাঢ় দেশের উত্তর-পশ্চিমে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় অবস্থিত ছিল। হুয়েন সাঙের বিবরণে আছে বুদ্ধদেব চম্পা (বর্তমান ভাগলপুরের নিকটে) থেকে কজঙ্গলে আসেন। তা হলে তো বলা যায় এই মহকুমার প্রাচীন ভূমি বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শে পূত।

শশাঙ্ক রাজত্বের অবসানের অল্প দিন পরে দেশে চরম অরাজক অবস্থা, যাকে বলে মাৎস্যন্যায়, চলে শতবর্ষব্যাপী। এই অসহনীয় দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নেতা নির্বাচিত হলেন গোপাল বা গোপালদেব। সেই সূচনা পাল যুগে চলে চার শতক ধরে--৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। এখন পালযুগের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হবে। কারণ, জঙ্গিপুর মহকুমার বর্তমান সীমার পরিধিতেই সে যুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। এখনও হচ্ছে। সম্প্রতি, গত মার্চ মাসে, সাগরদীঘি থানার মণিগ্রামে কালো পাথরে খোদাই করা চার ফুট দীর্ঘ এক বিষ্ণু মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে বাড়ি তৈরির সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে। এ মূর্তি পাল যুগের, বলে অনুমান। মূর্তিটি কি সওয়া দুহাত বা আড়াই হাত মাপের ? বছর পঞ্চাশ আগে সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত জালবান্ধা গ্রামের এক পুষ্করিণীর গভীর তলদেশ থেকে পঙ্কোদ্ধারের সময় কয়েকটি অনুরূপ কালো পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টি নন্দন তার তক্ষণ শিল্প।

পাল রাজগণের ক্রম অনুসারে যে নামগুলো পাওয়া যায়–গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম বিগ্রহ পাল, নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল। রাজ্যপালের পর বিভিন্ন জনপদ-রাষ্ট্রে পাল রাজ্য বিভক্ত হতে থাকে। রাঢ় অঞ্চলে বঙ্গাল দেশে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। পরে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপালের চেষ্টার মধ্যে বাঙালি তার দেশ ও রাষ্ট্রের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়েছিল। বহু নগর ও দীঘির নামের সঙ্গে মহীপালের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। লোক প্রবাদে–'ধান ভানতে মহীপালের গীত' –আজও উচ্চারিত। এই মহীপালকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা হবে এখন।

(৪পরের পাতায়)

'আবার এসেছে আষাঢ়'

শীলভদ্র সান্যাল

হাঁসফাঁসানি গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ, বাজার আগুন, আকাশ আগুন, মানুষের মেজাজ তিরিক্ষে। সুজ্‌জি ঠাকুরের রাগও কমল না কিছু মাত্রা। তাঁর অগ্নিকাণ্ডে অতিষ্ঠ হ'য়ে খুঁজতে লাগলেন মৌসুমী বায়ুর হদিশ। কিন্তু কোথায় মৌসুমী বায়ু ? ব্যারোমিটারের পারদ বেয়ারাভাবে উর্দ্ধগামী, সাথে সাথে আমাদের মেজাজও। সুপক্ক আম-কাঁঠাল-লিচুর টোটকাতেও যা বিন্দুমাত্র কমল ব'লে মনে হয় না! বাসে কিম্বা লোকাল ট্রেনের গাদাগাদি ভিরে 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা, আপিস-আদালতে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান পাখাও এমন কোনও স্বস্তি দিতে পারল না। ট্রাফিক পুলিশরা ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছল, রান্নাঘরে খুন্তিটা বেশিরকম শব্দ তুলল আর ফ্রীজগুলোর দায়িত্ব বাড়ল অস্বাভাবিক রকমের, গ্রামাঞ্চলে ভাগচাষীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ, আর এ সব কিছুর মধ্যে কোনও দিন হয়তো বা গড়িয়ে যাওয়া দুপুরের দিকটায়, ঘরে কিংবা বাইরে,মানুষ যখন উত্তাপের উগ্র মদে টালমাটাল, তখন হঠাৎ ক'রে সবাইকে চমকে দিয়ে আকাশ অন্ধকার হ'য়ে উঠল ঘনকৃষ্ণ মেঘে – স্তরে স্তরে, গ্রীষ্ম মহাদেবের অগ্নিবর্ষী ত্রিনয়ন ক্ষণিক বিরতিতে নিমিলিত হল, গাছ-গাছালি আর আমাদের বুক কাঁপিয়ে ছুটল সনসনানি হাওয়া এবং তারপর – তারপর নামল বহু প্রতীক্ষিত সেই বৃষ্টি অঝোর ধারায়, জোলো হাওয়ার আলতো আদরে প্রাণ জুড়িয়ে গেল যেন। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, আ – বর্ষা এল তাহলে! বৃষ্টি আসুক না আসুক আজ আষাঢ়, ক্যালেণ্ডারের হিসেব মতই যে তাকে চলতে হবে, এমন তো কোনও কথা নেই! দু' চারদিন এদিক ওদিক হলে কিছু এসে যায় না। তা, এই সদ্য আষাঢ়ে আকাশে সজল মেঘের আনাগোনা দেখে চাষীর মুখে হাসি ফুটবে, ময়ূর পেখম তুলবে, ব্যাঙেদের ঐকতানে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে চারিদিক ভরে উঠবে, কেয়া আর কদম ফুলের গন্ধ উঠবে বনস্থলী থেকে, ঘন বর্ষণে মাটির গভীরে সুপ্ত তৃণাঙ্কুরে জাগবে উন্মীলনের প্ররোচনা, কবিদের কলম সচল হয়ে উঠবে, এসব তো স্বাভাবিক। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে প্রাণ জুড়ানো এক পশলা বৃষ্টির বুঝি কোনও জুড়ি নেই! রাস্তায় জলজমে শহুরে জীবন হয়ে উঠবে মন্থর কিন্তু জ্বরমুক্ত রোগীর মত। এই এক ঋতু, যার তুমুল উপস্থিতি প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে আমূল নাড়া দিয়ে যায়। আর যাঁরা বুদ্ধিজীবী, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবী, তাঁদের তো কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়তে বাধ্য। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমশ্লিষ্ট মানুং। সমাগত আষাঢ়ে শৈল চূড়ায় মেঘের সমূহ আয়োজন দেখে মদনপীড়িত বিরহী যক্ষ যূথবদ্ধ মেঘকেই দূত করে পাঠাতে চাইল সুদূর অলকায়, তার প্রিয়ার কাছে। কুরচি ফুলের

(৩পরের পাতায়)

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

সাধন দাস

সভ্যতা যদি গাছ হয়, সংস্কৃতি হল সেই গাছের ফুল। সভ্যতা হল কাঠামো আর সংস্কৃতি হল সেই কাঠামোর উপর পালিশ। কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হল তার দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত ধীরচর্চিত এক অমূল্য অলংকারের মতো। সভ্যতার গাছটিকে জল দিয়ে সার দিয়ে বড় করার পর যখন তার ললিত শাখাদলে নবপল্লব উদ্গত হয়, নবীন মঞ্জরীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার কলেবর-- তখন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সংস্কৃতি তাই আত্মার আরাম, মনের শান্তি, আত্ম উন্মোচন।

বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার জৌলুসে সারা ভারতবর্ষ একদিন মুগ্ধ ছিলো। সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, নৃত্যে, সঙ্গীতে সে তার ঐশ্বর্যের দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল দিকে দিকে। এখনও এই শব্দতাণ্ডবের মধ্যে, দু'হাতে কান চেপে ধরে অতীতের দিকে তাকালে বাঙালির সেই সুবর্ণবৈভব, সেই নন্দনের আনন্দধারা, তার শ্রুতিসুখকর কলধ্বনি আজও শুনতে পাই।

মাত্র কয়েকদশকে বাঙালি সংস্কৃতির নটেগাছটি মুড়িয়ে গেল। কোথায় গেল তার বিশ্বজোড়া চলচ্চিত্রখ্যাতি, সর্বভারতীয় সঙ্গীতমূর্ছনা। ধ্রুপদী নৃত্যের ললিত ভঙ্গি, কোথায় হারালো তার দীর্ঘলালিত সৃষ্টিসম্ভারে অধরা মাধুরীর অলৌকিক আমন্ত্রণ। কোথায় হারালো সারি জারি, ভাটিয়ালি, গাথা গীতিকা, লোককথার মাটির গন্ধ ? যৌনগন্ধী ফিল্মীগানের উন্মাদ কোলাহলে কোথায় হারিয়ে গেল ঠাকুমার কোলে বসে রূপকথার গল্প, দাদু সুর করে রামায়ণপাঠ, মনসা গান, কৃষ্ণযাত্রা, ভাদু, টুসু, ভাওয়াইয়া? লাগাতার ম্যারাথন সিরিয়ালের দাপটে গাঁয়ের বধূরাও সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে ভুলে গেছে, থেমে গেছে শংখধ্বনি। আজ আর বিজয়ার সন্ধ্যায় গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে কেউ প্রণাম করে না, বিজয়ার পর এক ডজন পোষ্টকার্ড কিনে কেউ আর দূরের আত্মীয়কে চিঠি লেখেনা, বাড়ি বয়ে গিয়ে ছেলের বৌভাতের নেমন্তন্ন করে না। এসব এখন বন্দী হয়ে গেছে মুঠোফোনের সীমকার্ডের ভেতর। কি লজ্জার কথা, এখন আর নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীল বাঙালিরা বাংলায় কথা বলে না, বলে 'বাংরেজিতে' নয় দেহাতি হিন্দিতে। মায়েরা বুক ফুলিয়ে বলে – আমার বাচ্চাটা কনভেন্টে পড়ে, বাংলা ওর তেমন আসে না।'

জাতীয় সংস্কৃতির মানচিত্রে ক্রমশ: ধূসর হয়ে যাচ্ছে বাঙালির সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বসূরীরা এ কাদের হাতে দিয়ে গেল আমাদের কষ্টার্জিত সংস্কৃতির বিশ্বজয়ী ঐতিহ্য ?

আবার এসেছে আষাঢ় .....(২ ম পাতার গর)

অর্ঘ্য দিয়ে, সুদীর্ঘ যাত্রাপথে কোথায় কোথায় কী করতে হবে, তার লম্বা তালিকা দিয়ে শেষে বলল যক্ষ : অন্তর্লীন বিজুরিকে সংহত করে ধীরে ধীরে তার বাতায়ন পথে উপনীত হবে। তারপর সে মানিনী যখন চোখ তুলে চাইবে, সেই অবসরে আমার বার্তাটি তাকে নিবেদন ক'রো। বিদ্যুদ্গর্ভ স্তিমিত নয়নাং তৎমনার্থে গবাক্ষে/বক্তুং ধীরস্ত নিত ব নৈর্মাবীর চিরন্তন বিরহ বেদনা। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের প্রথম ছত্রে 'মেগৈর্মেদুরমম্বরং বনভূবশ্যামমস্তমলদ্রুমৈঃ' ইত্যাদি ব'লে বর্ষার যে ক্ষণিক রশ্মিপাত ঘটিয়েছিলেন, কালিদাস তাকেই সমগ্র নিখিল ভুবনব্যাপী প্রতিভার আলোকোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় অমর ক'রে গেছেন। হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে যেমন হ্যামলেট নাটক হয় না, বিরহ বাদ দিয়ে তেমনই বর্ষা হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা যখন বলেন, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর, তখন তা চিরন্তন বিরহের কাব্য হয়ে দাঁড়ায়। মিলন নয়, বিরহের কাব্যই যে শ্রেষ্ঠ, তা পৃথিবীর যে কোনও কাব্যরসিক মাত্রই স্বীকার করবেন। আর আষাঢ়ের ধূসর মেঘের প্রেক্ষাপটে বিরহগাথার অনন্য নজির হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে কালিদাসের মেঘদূত। কালিদাসের পরে বর্ষার শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন রবীন্দ্রনাথ। ঋতু বিষয়ক যত কবিতা গান তিনি লিখেগেছেন, তার দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে বর্ষার কথা। কখনও অনুসঙ্গ, কখনও অবলম্বন বিভার রূপে, কখনও বা শুধুই প্রকৃতি বন্দনা। তবে বর্ষার অন্য একটা রূপও যে আছে, প্রমথ চৌধুরি তাঁর তির্যক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে বর্ষা উদভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিত চিত্ত, বেয়াড়া এক ঋতু বিশেষ। তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কবিত্ব থাকবে কিনা বলা কঠিন। তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা তাঁদের কাব্যে বর্ষা ঋতুকে এতখানি স্থান দিলেন কী করে ? তারও কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন তিনি, মেঘদূতের বর্ষা আর একালের বর্ষা তো আর এক জিনিস নয়। কালিদাসের মেঘ শান্ত, দান্ত বন্ধুবৎসল, রমনীহৃদয়জ্ঞ, ধীরোদাত্ত নায়কতুল্য। 'সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পক রথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে ?' (বর্ষার কথা, বিচিত্র)।

টোলগুলোর .....(১ ম পাতার পর)

বিদ্যাপীঠ। ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। শ্রীমোহন তর্ক বেদান্ততীর্থ এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান অধ্যাপক ছিলেন কালীকুমার জ্যোতিষ কাব্যতীর্থ। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের গণকরে তড়িৎবরণী চতুষ্পাঠী। অধ্যাপক নিরঞ্জন শাস্ত্রী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ স্মৃতিরত্ন। বহরমপুরে রাণী আন্নাকালী টোল, সোনা ভট্টাচার্য্যের জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী উল্লেখযোগ্য।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✧ জেলা মুর্শিদাবাদ ✧ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

ভাগীরথী ব্রীজের .....(১ ম পাতার পর)

জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ আর কোন সরকারী উদ্যোগ দেখা যায় না। জঙ্গিপুর রোডরসের এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার এ প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিকবার পূর্বতন এস.ডি.ও অরবিন্দ মিনার সঙ্গে দেখা করেও এব্যাপারে এক আঙুলও এগোতে পারেননি বলে জানান। এর মধ্যে জঙ্গিপুর পারের ব্রীজের বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে। সতর্কতা অবলম্বনে পি.ডবলিউ.ডি. রোডস নোটিশ দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কয়েকদিন পুলিশও মোতায়েন থাকে সেখানে। ভারী লরিগুলো রাতের অন্ধকারে পুলিশকে পয়সা দিয়ে ব্রীজে চলাচল শুরু করে। জেলা থেকে ব্রীজের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পর্যবেক্ষণ করে একটা এস্টিমেট দেয়। এরপর মাসের পর মাস চলে গেলেও ব্রীজের ভাঙা অংশ আজও মেরামত হয়নি। ভারী যানবাহনও চলছে অবাধে। ভাগীরথী ব্রীজ নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা হারিয়ে গেছে। এরপর বড় ধরনের বিপর্যয় এলে আমলারা কে কার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাবেন ?

শেষ খবর : ভাগীরথী ব্রীজ মেরামতির প্রয়োজনে ৭ থেকে ১১ জুলাই সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রেখেছে পূর্ত দপ্তর।

সুপারের মদতে মুমূর্ষু .....(১ ম পাতার পর)

জানতে চান প্রদীপবাবু। এর উত্তরে সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল জানান – 'পেট ওপেন করতে হলে ডাঃ নিরূপ বিশ্বাস ছাড়া কেউ নেই। তবে বর্তমানে তিনি আউট অব ষ্টেশন।' অথচ নিরূপ বিশ্বাস সার্জেন। প্রসুতি বিশেষজ্ঞ নন। এই নিয়ে প্রদীপ নন্দীর সঙ্গে সুপার ও নার্সদের বচসা হয়। কর্তৃপক্ষ রোগীকে বহরমপুর রেফার করে দেয়। ডিসচার্জ হওয়ায় খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। চালু থাকা স্যালাইনও খুলে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রসূতির অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে শুরু করে। পাশের নার্সিংহোম থেকে ৬০০০ টাকা খরচ করে সিটি স্ক্যান করা হয়। রিপোর্টে ধরা পড়ে–পেটের বাচ্চা পেটেই মারা গেছে। মুমূর্ষু রোগীকে বেগতিক দেখে মালদা নিয়ে গিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। প্রদীপবাবুর অভিযোগ–সুপার নার্সদের দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় জি.ডি করান। উল্লেখ্য, সুপার ডাঃ মণ্ডলের সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা জেনে এখানকার দায়িত্ব দেবার জন্য স্থানীয় মানুষ কয়েক বছর আগে সোচ্চার হন। বর্তমানে সুপারের নগ্ন দালালি, পক্ষপাতিত্ব,অসততা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতায় এলাকার মানুষ চাইছেন না তিনি সুপারের দায়িত্বে থাকুন। সি. এম. ও. এইচ ঘটনার তদন্ত করে দেখুন।

কর্মখালি

Receptionist cum Cashier/ Marketing Executive চাই।
ন্যুনতম যোগ্যতা-- H. S.
যোগাযোগ--Shib Diagnostic Centre
Garighat, Raghunathganj, Murshidabad
M : 7797277911/ 9903904359

তিনটে জেনারেটর .....(১ ম পাতার পর)

জেনারেটরও মেরামতের অবহেলায় পড়ে আছে। বর্তমানে তিনটি জেনারেটর কলেজে মজুত থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে জেনারেটর ভাড়া করতে হচ্ছে। জেনারেটর দেখভালের জন্য একজন অপারেটর কলেজ থেকে নিয়োগ করা হলেও তিনি সঠিক দায়িত্ব কোন সময়ই নাকি পালন করেন না। ভি.আই.পি অপারেটর একে–ওকে দিয়ে কাজ চালান বলে অভিযোগ। এ সব গাফিলতি কে দেখবে ?

ভর্তি নিয়ে জঙ্গিপুর .....(১ ম পাতার পর)

জানানো হয়। শহরের মেন রাস্তায় গাছ পড়ে থাকায় সব যানবাহন কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে চলাচল করায় প্রচুর জ্যাম। তাই এই দেরী। ছাত্রদের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয় – ১১-৩০ পর্যন্ত সময় দিতে। কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অসীম মণ্ডল তা মানতে চান না। ঐ অবস্থায় ধাক্কাধাক্কিতে গেটের তালা ভেঙে যায়। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে ছাত্ররা। পুলিশ তখনও নীরব দর্শক। রিপোর্টাররা ছবি তুলতে ব্যস্ত। হঠাৎ লাঠি সোটা নিয়ে হাজির হয় এস.এফ.আই-এর বিরাট বাহিনী। তারা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ওপর চড়াও হয়। হঠাৎ এই আক্রমণে কে কোথায় প্রাণ বাঁচাবেন ভেবে পান না। কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ঐ সময় হাজির হন আই.সি। তিনি পুলিশ নিয়ে হার্মাদ বাহিনীকে তাড়া করেন। আহতদের প্রশ্ন – (১) পরিস্থিতি বিচার করে কলেজ কর্তৃপক্ষের ১১টার সিদ্ধান্ত কেন ৩০ মিনিট বাড়ানো হলো না ? (২) এস.এফ.আই এর সুসজ্জিত হার্মাদ বাহিনীকে কে খবর দিল ? সবই কি ষড়যন্ত্র ? (৩) আই.সি বলতে পারেন – তাঁর আগে পাঠানো পুলিশ বাহিনী কেন দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ছিল ? ছাত্র ভর্তির নামে এই ধরনের নোংরা রাজনীতি কি চলবেই ?

জঙ্গিপুরের পুরকথা .....(২ ম পাতার পর)

সাগরদীঘি থানার সীমানায় এখন ছোট একটি গ্রাম--মহীপাল। দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল (৯৬০-৮৮)– এর পুত্র মহীপাল (আনু ৯৮৮-১০৩৮) – এর শাসনকেন্দ্র ছিল এই মহীপাল গ্রাম, বা সেকালের মহীপাল নগর। ঐতিহাসিকরা মনে করেন,এই শাসনকেন্দ্র 'পূর্ব-পশ্চিমে আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলপথের স্টেশন বাড়ালা সাহাপুর থেকে শুরু করে ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া রেলপথের মহীপাল রোড স্টেশন হয়ে ভাগীরথীর তীরে গিয়াসাবাদ পর্যন্ত এবং উত্তরে বালাগাছি–চামুণ্ড–নওপাড়া থেকে দক্ষিণে মহীনগর (বর্তমানে জিয়াগঞ্জ থানায়) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।' ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড পালি ভাষায় লেখা এক খণ্ড প্রস্তর এখানে উদ্ধার করেন। পাথরের ভাঙা থাম, ইটের টুকরো, উঁচু টিবি প্রভৃতি যে সব নিদর্শন আছে সেগুলো পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানের যোগ্য। কিন্তু ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কী, কতটা করেছেন ?

সাগরদীঘি জনপদের অনতি দূরে চন্দনবাট। এখানে পাওয়া গেছে কালো পাথরে গঠিত গৌরীপট্ট সমেত বিশালাকায় শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উচ্চতা মোট চার ফুট, বেড় চার ফুট আট ইঞ্চি। গৌরীপট্টের ব্যাস চার ফুট আট ইঞ্চি। এই বিশালাকায় শিব সচরাচর দেখা যায় না। একটি ট্রাস্টি বোর্ড নিত্যসেবা চালু রেখেছেন। পাল যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও যে কত মান্যতা ছিল এই শিবমন্দির তার নিদর্শন। এই আমলে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এ মহকুমার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। চন্দনবাটির নিকটেই সমসাবাদ মৌজার ভাঙা মিল্কি গ্রামে পাওয়া গেছে একটি বিষ্ণু মূর্তি। সমসাবাদ ষষ্ঠীতলায় পুজো হয় পাল আমলের উন্নত ভাস্কর্যের নিদর্শন এই উমা-মহেশ্বর মূর্তি। সুকীতে দুটি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এই মহকুমার প্রাচীন সংস্কৃতির নানা উদাহরণ দিতে পারা যাবে ক্রমশ। ..... (চলবে)

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।